দৈনিক সংবাদ • ০৩৪

তারিখ 14 DEC 1986
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ১ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ শিক্ষক ও কর্মচারী পরিবার

ভাতা ও বাসস্থান সুবিধার মেয়াদ বৃদ্ধির চিন্তাভাবনা

।। রেজোয়ানুল হক রাজা ।।

শহীদ শিক্ষক ও কর্মচারীদের পরিবারবর্গকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ভাতা ও বাসস্থান সুবিধার মেয়াদ বাড়ানোর চিন্তাভাবনা চলছে। স্বাধীনতার পর বিশ্ববিদ্যালয় ১৫ বছরের জন্য তাদেরকে এই সুবিধা দেয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তার মেয়াদ চলতি মাসে শেষ হচ্ছে। তবে এই মেয়াদ বৃদ্ধি শুধু সেইসব পরিবারের জন্যেই প্রযোজ্য হবে যারা ওই সুবিধার ওপর এখনো নির্ভরশীল। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ খবর পাওয়া গেছে।

২৫শে মার্চের কালো রাতে এবং ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের প্রাক্কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ জন শিক্ষক, ২ জন চিকিৎসক এবং ২৭ জন কর্মচারী শহীদ হন। তাদের মধ্যে ১৪ জন শিক্ষক, জন চিকিৎসক ও ২৭ জন কর্মচারীর পরিবারবর্গ গত ১৫ বছর ধরে ভাতা পেয়ে আসছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে অবস্থান করছেন ১০ জন শিক্ষক, ১ জন চিকিৎসক এবং ৫ জন কর্মচারীর পরিবার। স্বাধীনতার পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এসব শহীদ পরিবারের জন্য অ্যানুইটি কমিটি গঠন করে। কমিটি প্রণীত বিধি অনুযায়ী তাদেরকে ভাতা ও বাসস্থানের সুবিধা দেয়া হয়েছিল। ১৯৭২ সাল থেকে এই সুবিধা কার্যকর হয়।

প্রথম পর্যায়ে শহীদ শিক্ষক ও অফিসারদের বিধবা স্ত্রীর জন্য মাসিক ৪৫০ টাকা, প্রতি সন্তানের জন্য ১৫০ টাকা, পিতা ও মাতার প্রত্যেকের জন্য ১৫০ টাকা, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের বিধবা স্ত্রীর জন্য ১৫০ টাকা, প্রতি সন্তানের জন্য ৫০ টাকা পিতা ও মাতার প্রত্যেকের জন্য ১২৫ টাকা এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বিধবা স্ত্রীর জন্য ১০০ টাকা, পিতা-মাতা ও সন্তানের প্রত্যেকের জন্য ৫০ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়।

১৯৭৯ সালের মে মাস পর্যন্ত তারা একই হারে ভাতা পান। তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরের মাস থেকে ভাতা বাড়ানো হয়। সে অনুযায়ী চলতি মাস পর্যন্ত শহীদ শিক্ষক ও অফিসারদের বিধবা স্ত্রীর প্রত্যেকে ৬৭৫ টাকা, প্রতি সন্তান ২২৫ টাকা, পিতা ও মাতার প্রত্যেকে ২০০ টাকা, তৃতীয়

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ভাতা ও বাসস্থান

(১ম পাতার পর)

শ্রেণীর কর্মচারীদের বিধবা স্ত্রী ২৬২ টাকা ৫০ পয়সা, প্রতি সন্তান ৮৭ টাকা ৫০ পয়সা, পিতা ও মাতা প্রত্যেকে ১৫০ টাকা এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বিধবা স্ত্রী ২০০ টাকা, প্রতি সন্তান ১০০ টাকা ও পিতা মাতা'র প্রত্যেকে ৭৫ টাকা করে আর্থিক সুবিধা পেয়েছেন।

চলতি মাসেই যেন শহীদ পরিবারবর্গকে দেয়া আর্থিক ও বাসস্থানের সুবিধা শেষ হয়ে না যায় এবং তা যেন আরো কিছুদিন বাড়ানো হয় সেজন্য শহীদ পরিবারবর্গ প্রায় ৩ মাস আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে যুক্তভাবে আবেদন করেছিলেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট মাসখানেক আগে শহীদ পরিবারবর্গের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি বর্তমানে কাজ করছে। কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী শহীদ পরিবারবর্গের আবেদনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পদস্থ একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

শহীদ পরিবারবর্গকে ১৫ বছর আর্থিক ও বাসস্থান সুবিধা দেয়ার লক্ষ্য ছিল, এই সময়ের মধ্যে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করা। সুবিধাপ্রাপ্ত কয়েকটি পরিবার ইতিমধ্যে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে এবং একাধিক শহীদ শিক্ষকের স্ত্রী আবার বিয়ে করেছেন বলে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে। সিন্ডিকেট গঠিত পর্যালোচনা কমিটি এসব পরিবার ছাড়া অন্যদের জন্য ভাতা ও বাসস্থান সুবিধার মেয়াদ বাড়ানোর সুপারিশ করতে পারে বলে একটি সূত্র জানিয়েছেন।